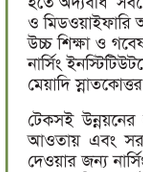

মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্য খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১

Nurses: A Voice to Lead- A Vision for Future Healthcare

(নার্সঃ এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যখাতে একটি দর্শন)

১২ মে, ২০২১

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রকাশনাঃ- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগিতায়: পি আই ডি এবং ডি এফ পি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আধুনিক নার্সিং পেশার প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর জন্ম দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্বব্যাপী এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ বছরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "**Nurses: A Voice to Lead- A Vision for Future Healthcare**" ("নার্সঃ এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যখাতে একটি দর্শন"), যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সময়োপযোগী ও দিক নির্দেশনামূলক।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূলভিত্তি রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় জনগণের জন্য মানসম্মত নার্সিং সেবা নিশ্চিতকরণে ও আধুনিক নার্সিং শিক্ষার সম্প্রসারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারনে সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অবস্থা যখন নাজুক সে সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক-নির্দেশনায় আমরা সকল বাঁধা জয় করে করোনার ১ম ঢেউ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপি প্রশসংশিত হয়েছে। আমাদের নার্সগণ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবায় নির্ভীক সৈনিক হিসেবে নিজেদের সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন।

এটা আনন্দের বিষয় যে, মুজিব বর্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারিখাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্ব মানের নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ সর্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। রোগীর সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত এক বছরে ৬ হাজার নার্স নিয়োগ, ১০ হাজার নার্স ও ৫ হাজার মিডওয়াইফের নতুন পদ সৃজন, বিশেষায়িত নার্স গড়ে তোলা, নার্সদের নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রম গতিশীল করা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধি, নতুন নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা, দক্ষ নার্সিং শিক্ষক পদায়নসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে তথা মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে আমাদের নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সাফল্যের অন্যতম অংশীদার আমাদের নার্সগণ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নার্সগণের বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস-২০২১ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বল্প পরিসরে ১২ই মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসটি উপলক্ষে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও যথাযথ মর্যাদায় এই দিনটি পালিত হওয়ার কথা থাকলেও বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনলাইন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

International Council of Nurses (ICN) কর্তৃক এবারের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় "**Nurses: A Voice to Lead - A Vision for Future Health Care**" (নার্সঃ এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য খাতে একটি দর্শন), যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও দিক-নির্দেশনামূলক বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্ন ছিলো জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে ইতোমধ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে ২১০০০ নার্স নিয়োগ দিয়েছেন, যা স্বাস্থ্যখাতকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে এবং এর ফলে স্বাস্থ্য সেবার মান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে কোভিড -১৯ মহামারিতে নার্সরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। চিকিৎসা সামগ্রীর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে মানবতার সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে আমাদের দেশের ২৪ জন নার্স কোভিড রোগীর সেবা দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি।

মুজিব বর্ষে আমাদের নার্সিং খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে ৬ হাজার নার্স নিয়োগ, নার্স জনবল নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃজন, নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন, হাসপাতালে রোগীর সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মনিটরিং বৃদ্ধিসহ নানাবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আমাদের দেশের নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

লোকমান হোসেন মিয়া

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

মানবসেবায় অনন্য দায়িত্ব পালনকারী নার্সদের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনের দিন হিসেবে আজ ১২ মে পালিত হচ্ছে "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস"। আধুনিক নার্সিং পেশার প্রবর্তক মহিয়সী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সেবাকর্মের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- "**Nurses: A Voice to Lead - A vision for Future Healthcare**" ("নার্স: এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য খাতে একটি দর্শন"), যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্য সেবা টিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নার্স। রোগীর দ্রুত আরোগ্যলাভের ক্ষেত্রে নার্সের একনিষ্ঠ সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অসুস্থ রোগীর পরম বন্ধু একজন নার্স। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নার্সিং পেশার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ নার্সদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, বিপুল সংখ্যক নার্স নিয়োগ, দেশে নার্সদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষায়িত নার্স গড়ে তোলাসহ নার্সিং পেশার নানামুখী উন্নয়ন সাধন করেন তিনি।

দেশের সকল দূর্যোগে ও মহামারীতে আমাদের নার্সগণ দক্ষ হাতে সেবা দিয়ে রোগীদের সুস্থ করে তুলেছেন। কোভিড-১৯ মহামারীতে আমাদের নার্সগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কার্যক্রমেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। মানবতার এই মহান সেবায় নিয়োজিত সকল নার্সকে আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। জনগণের স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের সাফল্যকে আরো অগ্রগামী করতে আমাদের নার্সগণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১ এর সকল কার্যক্রম সফল হোক এই কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম)

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ)

বাণী

মানব সেবায় অনন্য দায়িত্ব পালনকারী নার্সদের স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শনের দিন হিসেবে আজ ১২ মে, ২০২১ইং পালিত হতে যাচ্ছে অন্তর্জাতিক নার্স দিবস। দিনটি আধুনিক নার্সিং এর প্রতিষ্ঠাতা মহিয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের দুইশত এক তম জন্মবার্ষিকী। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের নার্সগণও যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধাভরে দিবসটি পালন করছে। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: **Nurses: A Voice to Lead-A Vision for Future Health Care"**

কোভিড-১৯ মহামারীর কড়াল থাবায় যখন সারা বিশ্বের মানুষ আজ দিশেহারা, প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় মুখগুলোর কেউ না কেউ, কাছের মানুষটিও যখন করোনা আক্রান্তের কারণে প্রিয়জনকে দূরে ঠেলে দিতে দ্বিধা করছে না; ঠিক হাজারো মানুষের জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে আজ সারা বিশ্বে নার্স একটি ভরসার প্রতীক এবং সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত।

এত হাহাকার, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয় ভীতি দূরে ঠেলে বাংলাদেশের নার্সগণও নিজেদের জীবনের মায়া উৎসর্গ করে এদেশের করোনা আক্রান্ত মানুষের সেবায় নিজেকে অব্যাহত রেখেছে দিন-রাত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও যখন নানা স্বল্পতার প্রশ্নকে সামনে রেখে অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে, তখন আমাদের দেশের নার্সগণ রোগীর সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে গিয়ে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিচ্ছে অকাতরে। এ যাবৎ মোট ২৫ জন নার্স রোগীর সেবা দিতে গিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিন হাজারেরও অধিক নার্স করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বয়সের গন্ডি কিংবা দূরারোগ্য ব্যাধিও যেন তাদের এই সেবা প্রদান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাই, আমি মনে করি আন্তর্জাতিক নার্সেস কাউন্সিল কর্তৃক ঘোষিত এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "**Nurses: A Voice to Lead-A Vision for Future Health Care**" টি খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

পরিশেষে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নার্সিং সেক্টরের প্রতি দূরদর্শী নির্দেশনা ও ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন নার্সিং পেশার মান উন্নয়নে আরও যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশে দীর্ঘজিবী হউক।

ধন্যবাদান্তে,
ইসমত আরা পারভীন
ইসমত আরা পারভীন (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি)

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নার্সিং প্রেক্ষাপট

আজ ১২ মে ২০২১, "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস"। আধুনিক নার্সিং পেশার প্রতিষ্ঠাতা 'দ্যা লেডি উইথ দ্যা ল্যাম্প' খ্যাত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর জন্মদিবস আজ। মানবসেবায় নিবেদিত এই মহীয়সী নারীর জন্মদিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৭৪ সাল হতে বিশ্বব্যাপী এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। **International Council of Nurses (ICN)** কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস"-এর প্রতিপাদ্য বিষয়- "**Nurses: A Voice to Lead – A Vission for Future Healthcare**" (নার্সঃ এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যখাতে একটি দর্শন), যা অত্যন্ত সময়পযোগী। আগামী দিনের স্বাস্থ্যখাতে নার্সিং পেশাকে বিশ্ব যেভাবে দেখতে চায়, তারই একটি প্রতিচ্ছবি এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যাবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। স্বাস্থ্য খাতের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কথা ভেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। নার্সিং পেশা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সম্মানীয় ও সেবামূলক পেশা হিসেবে স্বীকৃত। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে নার্সগণ রোগী ও সেবাগ্রহীতার পাশে সার্বক্ষনিকভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। বাংলাদেশে নার্সিং পেশার অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রাহমানের হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ও সার্বজনিন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নার্সিং পেশার মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন। মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশা ও সেবাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে তথা জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় ও করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে করোনা মোকাবেলায় সাফল্যের অন্যতম অংশীদার আমাদের নার্সগণ। কোভিড-১৯ সংক্রমন রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের নার্সগণ প্রথম সারির নির্ভিক সৈনিক হিসেবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। করোনা ঝুঁকিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রায় ছয় হাজার নার্স নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

বর্তমানে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে, সেখানেও নার্সগণ পূর্বের মতই কর্মদক্ষতা ও মানবিকতার সাথে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ রক্ষা করে যাচ্ছেন। করোনা প্রতিকার ব্যবস্থাপনায় জীবন সংকটাপন্ন রোগীদের সেবা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নার্সদেরকে "নিবিড় পরিচর্চা কেন্দ্র (**ICU**)"-এ দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে মার্চ ২০২০ সাল থেকে অদ্যবধি ১৩০০০ নার্সকে কোভিড-১৯ ডেডিকেটেট হাসপাতালে পদায়ন করা হয়েছে। করোনা রোগীর সেবায় নিয়োজিত ০৯ জন নার্সিং কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবা প্রদান করতে গিয়ে ইতোমধ্যে ২৮৭০ জন নার্স করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তন্মধ্যে ২৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুবরণকারী অকুতোভয় এই মানবতার সেবকদের আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বর্তমান সরকারের আমলে নার্সিং খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। ১৯৯৬ সাল হতে ২০০১ সাল ও ২০০৯ সাল হতে অদ্যবধি সর্বমোট ২৯৬২১ জন নার্স এবং ১১৪৯ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি বেসিক নার্সিং কলেজ, ৫টি পোষ্ট বেসিক নার্সিং কলেজ, একটি নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ৪৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। এর মধ্যে ১৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজে উন্নীত করণসহ ৯টি নার্সিং কলেজে নার্সিং বিষয়ে ০২ বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর কোর্স চালুকরণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০২০-২০২১, ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর প্রোগ্রামের আওতায় এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আসন বৃদ্ধি, নার্সদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক ও স্থানীয়ভাবে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, বয়স্ক সেবা জোরদারসহ অটিজম ও অক্ষমতা প্রতিরোধ করার জন্য কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক অত্র অধিদপ্তর হতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন পিএমআইএস হালনাগাদ করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট সক্রিয় করা হয়েছে। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং তা ২০২০ সালে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এই অধিদপ্তরে এটুআই প্রোগ্রাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তায় ৪(চার) টি ইনোভেশন প্রজেক্ট ও ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে।

অধিদপ্তরের ভবিষৎ পরিকল্পনা-২০২২ এর আওতায় সকল নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নিত করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নার্স সংকট দূরকরণের লক্ষ্যে নতুন পদ সৃজন, বিশ্বমানের নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে নার্স ম্যানেজারদের ক্ষমতায়ন, সকল বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টারগুলিকে আঞ্চলিক নার্স ও মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণতকরণ এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের উন্নত নার্সিং সেবা নিশ্চিকরণ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (**WHO**) ২০২০ সালকে "আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফ বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করে। এই স্বীকৃতি নার্স ও মিডওয়াইফদের যেমন সম্মানিত করছে, তেমনি তাঁদের মানসম্মত সেবা প্রদানে উৎসাহিত করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের নার্সগণ কর্তব্যের প্রতি আরো নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত হয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন ও বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জল করবেন।

আমি "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি

সিদ্দিকা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

বাণী

আধুনিক নার্সিং এর প্রবর্তক মহিয়সী সেবিকা, নার্সিং পেশার রূপকার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সেবাকর্মের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী তার জন্মদিন ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : "**Nurses: A Voice to Lead - A Vission for Future Healthcare**"। যার বাংলা অনুবাদ- "নার্সঃ এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যখাতে একটি দর্শন"। চিকিৎসা পরিসরে সেবিকাদের নিরলস ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা সারাবিশ্ব সুবিদিত। ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে বর্তমান সময়ে সেবিকাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে এককথায় বলা যায় চিকিৎসা সেবার মেরুদণ্ড হলেন নার্সরা। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতে ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়েও মুমূর্ষ মানবতার সেবায় তাঁরা অটল, নির্বিকার ও বদ্ধপরিকর। যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এরক্ষেত্রে নার্সরাই প্রথম সারির যোদ্ধা। সদা পরিবর্তীত মেডিকেল ইমার্জিং ডিজিজের প্রতিকার ও সেবাকার্যে কখনো পিছুপা হবেনা নার্স সমাজ।

এবার করোনাকালে দিবসটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি চলছে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে। করোনা আক্রান্ত রোগীর সেবা নিশ্চিত করতে গিয়ে এরই মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে ২০২১ পর্যন্ত ২৮৭০ জন নার্স। আক্রান্তদের অনেকে সুস্থ হয়ে আবার করোনা রোগীদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পরও রোগীর পাশে থেকে অক্লান্ত সেবায় নিয়োজিত নার্সরা। করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে অন্য হাসপাতাল হতে নার্সদের পদায়ন করা হয়েছে। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আক্রান্ত রোগীর পাশে থেকে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। নিজেদের নৈতিকতার জায়গা থেকেই ভয়কে জয় করে সর্বদা তারা রোগীর সেবায় নিয়োজিত আছেন। রোগীর শয্যা থেকে অপারেশন থিয়েটারে তাঁরাই প্রধান ভরসা। নার্সিং শিক্ষকরা প্রথম থেকে তিলতিল করে ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ে সেই ভরসার মহান আদর্শের বীজ রোপণ করেন। আমাদের নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক কারিকুলামের মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের পেশাদার নার্স তৈরি করা। নার্সদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যসেবায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নার্সের আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা অতিব প্রয়োজন। স্বাস্থ্য খাতে নার্সদের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে কিছুই বলার নেই। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে আসুন চিকিৎসা পরিসেবায় নার্সদের জ্ঞান, সুতীক্ষ দক্ষতা, উজ্জিবীত শক্তি ও অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই। সারাবিশ্বের স্বাস্থ্যসেবার মূলশক্তি সেবিকারাই। বর্তমানে প্রযুক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পরিধি অনেক উন্নত হয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে রোগীর যত্ন নেওয়া। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থানের সমস্যার মোকাবিলা করে যথাযথ সেবা দিতে এখন তাঁরা প্রস্তুত। তাঁদের শক্তিতে ভরসা করেই অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা দিতে পারছে আমাদের দেশের নার্সগণ। শুধুমাত্র শারীরিক নিরাময়ই নয়, রোগীদের মানসিক বিকাশের প্রতি ও যত্নশীল এযুগের নার্সরা। এ বছরে বৈশ্বিক মহামারির কারণে জাকজমকপূর্ণভাবে দিবসটি পালন করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবুও আমাদের হৃদয়পটে এ দিবসটি অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি ও এ দিবসের সফলতা কামনা করছি।

সুরাইয়া বেগম

World Health Organization
Bangladesh

Message

On the occasion of International Nurses Day, I want to congratulate and thank all the nurses in Bangladesh and worldwide for being an indispensable component of our health systems. Nurses play a critical role in healthcare delivery and the promotion of patient-centred healthcare.

During the course of this COVID-19 pandemic, nurses' contribution has been and still is beyond words, as they tirelessly work to ensure health for all and continuing health services without disruption, leaving no one behind.

Aware of and grateful for their incredible contribution during this emergency response, the Seventy- third World Health Assembly of WHO designated 2021 as the "International Year of the Health and Care Workers" to celebrate all the nurses and the healthcare professionals in the world.

The International Council of Nurses set this year's theme as "Nurses: A Voice to Lead – a Vision for Future Healthcare". It is a call to action for all of us, professionals, stakeholders and policy-makers to take concrete actions to support the professional growth and advancement of nurses, for the improvement of the entire healthcare system and the achievement of Universal Health Coverage.

In Bangladesh, the nurses' status as recognized and respected professionals in society has significantly improved. The process started in 2011, with the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's revolutionary act of promoting nurses to the Class-II position (Grade-10) at entry level in the government system. In 2016, the government has then established a new Directorate-General for the development of leadership skills and proper management of nursing and midwifery services in the country. Today, more than 42 000 nurses are employed in the country.

These are remarkable achievements, but there is still room for improvement.

Bangladesh is the only country in the South-East Asian Region where the number of nurses is almost half the number of registered medical doctors. There is also a significant shortage of teaching staff, with only 188 positions in the 72 nursing colleges and institutes in the public and private sectors.

On this occasion, WHO reiterates its commitment to supporting the nursing and midwifery sector in Bangladesh by closely working with the government to address the shortage of professional positions, assess the demand and the available supply of nurses in the labour market and update curriculums and the accreditation and information systems.

The Agenda 2030 gives us a timeframe, but we must act together even beyond the ten years still ahead of us. Universal Health Coverage can be achieved only by including and strengthening the nursing profession in our health systems and societies.

Nurses and healthcare workers have been and still are our frontline workers, our frontline heroes, and on this day, I thank them all and wish them success and prosperity.

Dr Bardan Jung Rana
WHO Representative to Bangladesh

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ১২ই মে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসটি উপলক্ষ্যে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। **International Council of Nurses (ICN)** কর্তৃক এ বছরের আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ "**Nurses: A Voice to Lead - A Vision for Future Healthcare**" (নার্সঃ এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য খাতে একটি দর্শন), যা অত্যন্ত যুগোপযোগী বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্য সেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ নার্সিং সেবা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে এবং সুস্থ ও নিরোগ জাতি গঠনে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্স গড়ে তোলার জন্য বিশ্বমানের নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল।

বাংলাদেশের নার্সিং পেশার মানোন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি উচ্চশিক্ষিত নারীদের এ পেশায় আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ২য় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে সারাদেশে সর্বমোট ৬০টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও নার্সিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে কর্মরত শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে এবং নার্সিং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষ নার্স ও মিডওয়াইফ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগ্য শিক্ষক পদায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর মধ্যেও অনলাইনে নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে আমাদের নার্সগণ মনোবল শক্ত রেখে ও উজ্জীবিত শক্তি নিয়ে রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমি আশা করি, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আমাদের দেশের নার্সগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। পরিশেষে "আন্তর্জাতিক নার্স দিবস ২০২১" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ আলী নূর

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নার্সদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারীকালীন নার্সগণ অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে হলেও ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। এ দিনটি একটি মহান পেশার উল্লেখযোগ্য দিন যা আসলে প্রতিটি মানুষেরই ভালবাসার দিন। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, অসুস্থ্যতায়, সুস্থ্যতার আলোর বার্তা নিয়ে যে সার্বক্ষণিক কাছে থাকে সেইতো আমাদের প্রিয় নার্স। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষ্যে **ICN (International Confederation of Nurses)** কর্তৃক এবারের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় "**Nurses: A Voice to Lead – A Vision for Future Health Care**" (নার্সঃ এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য খাতে একটি দর্শন) যা সময়পোযোগী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

একজন নার্স হচ্ছেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক, স্বাস্থ্য খাতে যার কোন বিকল্প নাই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নার্সবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে নার্সদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। সমাজে নার্সিং পেশার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সকল নার্সের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমান সরকার সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করে নার্সিং প্রশাসনের কার্যক্রমকে করেছেন প্রসারিত। করোনা ভাইরাসের এই বৈশ্বিক মহামারীতে নার্স একজন প্রথম সারির যোদ্ধা। নানা প্রতিকুলতার মধ্যও নিরলস ভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, মানবসেবায় কাজ করে চলেছেন যা প্রশংসর দাবীদার। নার্সিং কেবল মাত্র একটি পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রকৃত অর্থে এর পরিধি ব্যাপকতর এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব সেবার অনন্য উপাদান। নার্সের আন্তরিক সেবায় এবং নিরলস পরিশ্রমে একজন অসুস্থ্য চিকিৎসাধীন রোগী আশ্বস্তবোধ করেন এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। বর্তমান সরকার নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ দানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দক্ষ নার্স ও মিডওয়াইফ তৈরির লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডয়াইফারি অধিদপ্তর বৈদেশিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্পেশালাইজড/ বিষয় ভিত্তিক নার্স তৈরীর জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে এবং এই প্রশিক্ষণ শেষে নার্সগণ দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও ইউনিটে দক্ষতার সঙ্গে মানবসেবায় কাজ করে চলেছেন।

আমি আন্তর্জাতিক নার্স দিবস - ২০২১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি। সকল নার্স এর কল্যাণ প্রত্যাশা করি।

সাহান আরা বানু, এনডিসি

Message

The largest group of health workers in the world, nurses, form the backbone of health systems everywhere. That is why each year on May 12, the birthday of the founder of modern nursing, Florence Nightingale, the world comes together to celebrate International Nurses Day.

This year, the International Council of Nurses has announced the theme of the day to be "Nurses: A Voice To Lead". Considering the inspiring and brave contributions of nurses to saving lives throughout the ongoing COVID-19 pandemic, to pay tribute and make visible the leading role of nurses in improving the health and well-being of people around the world is certainly more warranted than ever before.

During the past decade, the Directorate General of Nursing and Midwifery of the Government of Bangladesh has taken enormous strides in laying the foundation for a strong nursing and midwifery system in Bangladesh. UNFPA has had the honour of playing a key role in supporting the Government in ensuring that nurses in health facilities around the country have the capacity to provide quality sexual and reproductive health care, particularly to pregnant women and women of reproductive age.

During COVID-19, we have also made critical contributions to building the capacity of nurses on Infection Control and Prevention. Moreover, we have increased the knowledge of nurses on mental health issues and helped them cope with the extreme stress they are performing under amidst COVID-19.

As we cope with the challenges posed by these unprecedented and unpredictable circumstances, UNPFA is determined to contribute progress towards the Sustainable Development Goals we have collectively set for ourselves by 2030. Making visible the critical role of nurses in maintaining the health of the entire population of Bangladesh will be essential in building back better after the pandemic.

The sub-theme of International Nurses Day this year is "A Vision for Future Healthcare". We believe that by continuing to empower nurses and making them more active participants in decision making processes at the health sector, Bangladesh will be able to build a resilient national health system that is able to overcome any crises and challenges it may face in the future.

By investing in quality nursing, alongside strong midwifery services, we can build a Bangladesh, where universal sexual and reproductive health and rights are enjoyed by all.
I thank you.

Dr. Asa Torkelsson
UNFPA Representative in Bangladesh